দানিয়েলের বই - নম্বর পঁচাত্তর

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাদৃশ্য: ইশাইয়ার বার্তা থেকে আধুনিক যুগের উদ্ঘাটনসমূহ পর্যন্ত

Jeff Pippenger

2024-02-08

যখন ইশাইয়া যিরূশালেমের দুষ্ট নেতার কাছে পঁয়ষট্টি বছরের (সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম পদ) দ্বারা নির্দেশিত বার্তাটি উপস্থাপন করেন, তিনি তা করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৭৪২ সালে, "ধোপার ক্ষেতে" ও "উপরের পুকুরের নালার শেষে প্রান্তে"। খ্রিষ্টপূর্ব ৭৪২ সাল ১৮৬৩-কে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ যীশু সর্বদা শেষকে শুরু দিয়ে চিত্রিত করেন। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পাল্টা যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ যীশু সর্বদা কোনো বিষয়ের শেষকে তার শুরুর মাধ্যমে চিত্রিত করেন। ১৮৬৩ ছিল আইনগতভাবে নিবন্ধিত লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জার সূচনা, এবং রবিবার আইনের "মহাভূমিকম্প"-এ সেই গির্জা উজাড় হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের দ্বারা আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি কর্পোরেশন (গির্জা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নয়), কীভাবে সপ্তম-দিনের সাবাথকে পালন করে যেতে পারে, যখন সেই একই সরকার আইনগতভাবে সপ্তম দিনে উপাসনা নিষিদ্ধ করছে?

খ্রিস্টের সেবাকার্যের শুরুতে এবং শেষে তিনি মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমবার মন্দির শুদ্ধ করার সময় খ্রিস্ট দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে নেতারা তাঁর “পিতার ঘর”কে চোরদের আখড়ায় পরিণত করেছে, কিন্তু শেষবার মন্দির শুদ্ধ করার সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে “তাদের ঘর” তাদের কাছে উজাড় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ইস্রায়েল আধুনিক ইস্রায়েলের দৃষ্টান্ত। অ্যাডভেন্টিজমের সূচনায় তিনি মিলেরাইটদের মন্দির স্থাপন ও শুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত শুদ্ধিকরণ—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের শুদ্ধিকরণ—লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজম তাঁর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হয়, এবং তখন “তাদের ঘর” উজাড় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইশাইয়া ধোপার ক্ষেত্রের ধারে আছেন, যখন তিনি রাজা আহাজের মুখোমুখি হন। ধোপার ক্ষেত্রটি সেই শুদ্ধিকরণের প্রতীক, যা চুক্তির দূত হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসে করেন; তিনি "ধোপার সাবান"-এর মতো লেবীয়দের পরিশুদ্ধ করেন। এই শুদ্ধিকরণটি অ্যাডভেন্টবাদের সূচনায় সম্পন্ন হয়েছিল, এবং শেষ সময়ে এটি আবার সম্পন্ন হয়।

> দেখ, আমি আমার দূতকে পাঠাব, এবং সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; আর যাঁকে তোমরা অন্বেষণ কর, সেই প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; অর্থাৎ সেই চুক্তির দূত, যাঁতে তোমরা আনন্দ পাও; দেখ, তিনি আসবেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারে? আর তিনি প্রকাশিত হলে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? কারণ তিনি পরিশোধকের অগ্নির ন্যায়, এবং ধোপাদের সাবানের ন্যায়; আর তিনি রৌপ্য পরিশোধক ও শোধনকারীর ন্যায় বসবেন; এবং তিনি লেবির সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন, এবং তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় শোধন করবেন, যাতে তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধার্মিকতায় উৎসর্গ নিবেদন করতে পারে। তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের উৎসর্গ সদাপ্রভুর কাছে মনোরম হবে, যেমন প্রাচীন দিনের মধ্যে ছিল, এবং যেমন পূর্বকালীন বর্ষসমূহে ছিল। মালাখি ৩:১–৪।

ইশাইয়া আহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর পুত্রকে নিদর্শন হিসেবে নিয়ে—যার নাম প্রতীকীভাবে ঘোষণা করে যে শেষকালে ‘একটি অবশিষ্টাংশ ফিরে আসবে’। অবশিষ্টাংশ হলো তারাই যারা ‘ফিরে আসে’। মন্দিরের শুদ্ধিকরণের ইতিহাসের সময় ইশাইয়া দুষ্ট রাজা আহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; এই শুদ্ধিকরণ মিলারাইট ইতিহাসে ১৮৪৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৮৬৩ সালে অবাধ্যতার মাধ্যমে উপসংহারে পৌঁছেছিল। শেষকালে এই শুদ্ধিকরণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাস। ১৮৪৪-এর পর যে ঈশ্বরীয় বিধান প্রকাশিত হয়েছিল, মিলারাইটরা যদি তা অনুসরণ করত, তবে তারা কাজটি শেষ করত।

> "১৮৪৪ সালের মহা হতাশার পর যদি অ্যাডভেন্টিস্টরা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং ঈশ্বরের উন্মোচিত পথনির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতেন—তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তা সারা বিশ্বে ঘোষণা করতেন—তাহলে তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতেন; প্রভু তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে মহাশক্তিতে কাজ করতেন; কাজটি সম্পন্ন হতো; এবং খ্রিস্ট তাঁর লোকদের তাদের পুরস্কার গ্রহণ করানোর জন্য এতদিনে এসে যেতেন। কিন্তু সেই হতাশার পর যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময় এল, তাতে বহু অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন... ফলে কাজ ব্যাহত হলো, এবং পৃথিবী অন্ধকারে রয়ে গেল। যদি সমগ্র অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ও যিশুর বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ হতো, আমাদের ইতিহাস কতই না ভিন্ন হতো!" ইভানজেলিজম, ৬৯৫।

“ঈশ্বরের উন্মোচিত বিধানে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলা”-তে ব্যর্থতা ১৮৫৬ সালের মধ্যে তাদেরকে লাওদিকীয় অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, এবং ১৮৬৩ সালের পরবর্তী বিদ্রোহটি সেই অরণ্যভ্রমণের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ইস্রায়েলে দিয়েছিল, যখন তারা তাদের দশম ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী চল্লিশ বছর অরণ্যেই মৃত্যুবরণ করার জন্য দণ্ডিত হয়েছিল।

ইশাইয়ার পুত্র এমন এক প্রতিশ্রুতি দেন যে শেষ দিনের চূড়ান্ত মন্দির শুদ্ধিকরণে "এক অবশিষ্ট দল ফিরে আসবে।" তাদের এই "ফিরে আসা"টিকে যিরমিয়াহ দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে; তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যদি "ফিরে আসেন", তবে তিনি ঈশ্বরের প্রহরী হবেন। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলেন তারা, যারা এক হতাশা থেকে ফিরে এসেছেন।

যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, তারা হতাশার অভিজ্ঞতা পেয়েছে এবং তাদের প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। তাদেরকে মিলারাইট ইতিহাসের জ্ঞানী কুমারীদের দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে, এবং শুরু ও শেষ—উভয় ইতিহাসেই—মধ্যরাতের আহ্বানের কালে পবিত্র আত্মার বর্ষণের মধ্যে দুটি দণ্ড একত্রিত হয়ে এক জাতি হয়।

দুষ্ট রাজা আহাজ সেই যিহূদার নেতৃত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা বার্তাটি শুনবে, কিন্তু ইসায়ার উপস্থাপিত বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করবে; এবং এর ফলে তারা “ঠোকর খাবে, পড়ে যাবে, ভেঙে যাবে, ফাঁদে পড়বে, এবং ধরা পড়বে।” তারা তাদেরই মধ্যে যারা “যাদের পরিচিত আত্মা আছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই জাদুকরদের কাছে যারা কিচিরমিচির করে ও বিড়বিড় করে,” যা নির্দেশ করে আত্মবাদী অভিজ্ঞতা, যার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে যখন তারা ২ থেসালোনিকীয়ে উল্লিখিত প্রবল বিভ্রান্তি গ্রহণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে আহাজের ইসায়ার বার্তা প্রত্যাখ্যান ১৮৬৩ সালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন মিলারের বার্তাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ইসায়া মিলারের প্রতিরূপ, এবং ইসায়া ও মিলার—উভয়ের বার্তাই “সাত সময়”-এর উপর ভিত্তি করে; যার ভিত্তি-বিন্দু ইসায়া গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম পদে পাওয়া যায়। মিলারের পুত্র (ইসায়ার পুত্র) শেষ কালে আগত এলিয়াহ

আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে।

তার প্রত্যাখ্যানের জন্য আহাজের বিরুদ্ধে ঘোষিত রায়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত ছিল যে তিনি 'উত্তরের রাজা'র হাতে পরাজিত হবেন; আর অন্তিম কালে 'উত্তরের রাজা' বলতে পোপতন্ত্রের অধীনে শাসিত আধুনিক রোমের ত্রিমুখী জোটকে বোঝানো হয়।

> প্রভু আবার আমার সঙ্গে কথা বললেন, বললেন, 'যেহেতু এই জাতি শান্তভাবে প্রবাহিত শিলোহের জলকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং রেজিন ও রমোলিয়ার পুত্রকে নিয়ে আনন্দ করে; অতএব এখন দেখ, প্রভু তাদের উপর নদীর জল—প্রবল ও প্রচুর—অর্থাৎ অসিরিয়ার রাজা ও তার সমস্ত মহিমা—উঠিয়ে আনবেন; এবং সে তার সমস্ত জলপথের উপর উঠে আসবে, এবং তার সমস্ত তীর ছাড়িয়ে যাবে; এবং সে যিহূদা দিয়ে অতিক্রম করবে; সে উপচে পড়ে ছাপিয়ে যাবে, এমনকি ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছবে; এবং তার ডানার বিস্তার তোমার দেশের প্রস্থ পূর্ণ করবে, হে ইমানুয়েল।' ইশাইয় ৮:৫-৮।

যিশাইয়া উপরের পুকুরের জলনালার শেষ প্রান্তে দুষ্ট রাজা আহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং যদিও বাইবেলীয় ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে যে উপরের সেই পুকুরটি খ্রিষ্টের সময়ের সিলোয়ামের পুকুরটিই সমান ছিল কি না, যিশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট সমস্ত সন্দেহ দূর করে, কারণ যিশাইয়া নির্দেশ করেন যে উত্তরের রাজা আহাজের ওপর আসতে চলেছিল, যেহেতু তিনি মৃদুভাবে প্রবাহিত শিলোহের জলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। "শিলোহ" হলো নতুন নিয়মে "সিলোয়াম" নামে পরিচিত স্থানের পুরাতন নিয়মের নাম।

সিলোয়ামের পুকুরেই যীশু অন্ধ ব্যক্তিটিকে আরোগ্য করেছিলেন, আর দুষ্ট রাজা আহাজ ১৮৬৩ সালে যেমন, তেমনি শীঘ্রই আসন্ন রবিবার আইনের সময়েও আরোগ্য হতে অস্বীকারকারী অন্ধ লাওদিকিয়ান নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। "শিলোয়াহ" এবং "সিলোয়াম"—দুটোই "পাঠানো" অর্থ বোঝায়, এবং একটি বার্তা পিতার কাছ থেকে পুত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল; পরে তিনি তা গাব্রিয়েল ও পবিত্র স্বর্গদূতদের দিনে যাঁরা তা যিশাইয়াকে জানালেন; আর যিশাইয়া স্বর্গ থেকে "পাঠানো" সেই বার্তাটি একজন অন্ধ লাওদিকিয়ান নেতার কাছে নিয়ে এলেন।

উপরের পুকুরের যে নালায় যিশায়া বার্তা দিয়েছিলেন, সেটি সেই স্থানকে নির্দেশ করে, যেখানে পবিত্র আত্মার বৃষ্টি ঈশ্বরের লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়; যেমন জাখারিয়ার দর্শনের সোনার নলগুলো কিংবা যাকোবের স্বপ্নের সিঁড়িও তা নির্দেশ করে।

> "যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তা জাখারিয়া গ্রন্থের ৩ ও ৪ অধ্যায়ে, এবং ৪:১২-১৪-তে চিত্রিত হয়েছে: 'আমি আবার উত্তর দিয়ে তাঁকে বললাম, এই দুই জলপাই ডাল, যারা দুটি সোনার নলের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য থেকে সোনালি তেল ঢেলে দেয়, এরা কী? তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি কি জান না, এগুলো কী? আমি বললাম, না, আমার প্রভু। তখন তিনি বললেন, এরা দুইজন অভিষিক্ত, যারা সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।'"
>
> প্রভু সব সংস্থানেই পরিপূর্ণ। তাঁর কোনো কিছুরই অভাব নেই। আমাদের বিশ্বাসের ঘাটতি, আমাদের জাগতিকতা, আমাদের তুচ্ছ কথাবার্তা, আমাদের অবিশ্বাস—যা আমাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায়—এই সব কিছুর কারণেই আমাদের চারদিকে অন্ধকার ছায়া ঘনীভূত হয়। খ্রিষ্ট বাক্যে বা চরিত্রে সেই 'সর্বাংশে মনোহর' এবং 'দশ হাজারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' রূপে উদ্ভাসিত হন না। যখন আত্মা অহংকারে নিজেকে উঁচু করতে তুষ্ট থাকে,

তখন প্রভুর আত্মা তার জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারেনি না। আমাদের স্বল্পদৃষ্টি ছায়াটুকুই দেখে, কিন্তু তার ওপারের মহিমা দেখতে পারে না। স্বর্গদূতরা চার বাতাসকে ধরে রাখছেন; এগুলি যেন এক ক্রুদ্ধ ঘোড়া, বাঁধন ছিঁড়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ধেয়ে যেতে উদ্যত, আর তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনে।

"আমরা কি শাশ্বত জগতের একেবারে প্রান্তে এসে ঘুমিয়ে পড়ব? আমরা কি নিষ্প্রভ, শীতল ও মৃত হয়ে থাকব? আহা, যদি আমাদের গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও প্রাণশ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে সঞ্চারিত হতো, যাতে তারা তাদের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারে। আমাদের দেখতে হবে যে পথটি সংকীর্ণ, আর দ্বারটি সংকীর্ণ। কিন্তু আমরা যখন সেই সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে অতিক্রম করি, তখন তার প্রশস্ততা সীমাহীন।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ২১৬, ২১৭।

"সোনার তেল" হলো ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহ, যা উপরস্থ জলাধার থেকে সেই নালিকার মাধ্যমে নেমে আসে—যে নালিকাটি হলো দুটি সোনার নল; আর এই দুটি নলই দুই সাক্ষী: বাইবেল ও ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা, অথবা পুরাতন ও নতুন নিয়ম, অথবা ব্যবস্থা ও নবীরা, অথবা মূসা ও এলিয়।

"সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর পাশে দণ্ডায়মান অভিষিক্ত ব্যক্তিগণ সেই অবস্থান অধিকার করে আছেন, যা একসময় আবরণকারী করূব হিসেবে শয়তানকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সিংহাসনকে পরিবেষ্টনকারী পবিত্র সত্তাগণের দ্বারা, প্রভু পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রক্ষা করেন। সোনালী তেল সেই অনুগ্রহের প্রতীক, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রদীপসমূহকে জোগান দিয়ে রাখেন, যাতে সেগুলি টিমটিম করতে করতে নিভে না যায়। যদি ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহ স্বর্গ থেকে এই পবিত্র তেল ঢেলে দেওয়া না হতো, তবে অশুভের শক্তিসমূহ মানুষের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করত।"

"ঈশ্বর আমাদের কাছে যে বার্তাসমূহ প্রেরণ করেন, আমরা যখন সেগুলি গ্রহণ করি না, তখন তাঁর অসম্মান করা হয়। এইভাবে আমরা সেই সুবর্ণ তেল প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি আমাদের আত্মায় ঢেলে দিতে চান, যাতে তা অন্ধকারে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যখন এই আহ্বান ধ্বনিত হবে, 'দেখ, বর আসিতেছে; তোমরা বাহিরে গিয়া তাহার সাক্ষাৎ কর,' তখন যারা সেই পবিত্র তেল গ্রহণ করেনি, যারা নিজেদের হৃদয়ে খ্রিষ্টের অনুগ্রহ লালন করেনি, তারা মূর্খ কুমারীদের ন্যায় দেখতে পাবে যে, তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত নয়। তেল সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাদের নিজেদের মধ্যে নেই, এবং তাদের জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করে চাওয়া হয়, যদি আমরা মূসার ন্যায় নিবেদন করি, 'আমাকে তোমার মহিমা দেখাও,' তবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হবে। সুবর্ণ নলগুলির মধ্য দিয়ে সেই সুবর্ণ তেল আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। 'পরাক্রম দ্বারা নহে, শক্তি দ্বারা নহে, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, সেনাবাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।' ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিসমূহ গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরের সন্তানরা জগতে আলোর ন্যায় জ্বলিয়া ওঠে।" Review and Herald, July 20, 1897.

আহাজ যে বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করছিল, তা ছিল মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা, যা লাওদিকিয়ার নেতৃত্ব ১৮৫৬ সালে তাদের কাছে "পাঠানো" লাওদিকিয়ার জন্য বার্তাটি গ্রহণ করলে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে চূড়ান্ত রূপ নিত। তখন সেই বার্তাটি প্রসারিত হয়ে জোরালো আহ্বানে রূপ নিত, এবং ঈশ্বরের লোকেরা কাজ শেষ করে শান্তিতে থাকত। তার পরিবর্তে, তারা যে বমি থেকে উদ্ধার হয়েছিল, তাতেই ফিরে গেল।

ইশাইয়া এবং আহাজকে ধোপার ক্ষেত্রে শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় অবস্থানরত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ে চুক্তির দূত দ্বারা সম্পন্ন হয়। জাখারিয়ার দর্শনে যেখানে "তেল" (একটি বার্তা) ঢালা হচ্ছে, সেখানে তাদের প্রতীকীভাবে স্থাপন করা হয়েছে, এবং শেষ দিনে, ইশাইয়ার আহাজকে দেওয়া বার্তা হলো তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামের বার্তা; এটি সাতটি বজ্রধ্বনির গুপ্ত ইতিহাসের বার্তা; এটি সেই বার্তা যে অষ্টমটি সাতটিরই একজন; এটি দ্রাক্ষাবাগানের বার্তা; এটি "সত্য"-এর বার্তা, যেগুলো সবই যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের উপাদান, যা শেষ দিনে ধোপার ক্ষেত্র দ্বারা প্রতীকায়িত শুদ্ধিকরণ ঘটায়।

এটি "সাত সময়"-এর সেই বার্তাও ছিল এবং এখনো আছে, যা মিলারের ভিত্তিপ্রস্তর থেকে কোণের প্রধান পাথরে রূপান্তরিত হয়; কারণ সেটিই ছিল প্রথম সত্য, অতএব সেটিই শেষ সত্য হতে হবে। 1863 চিহ্নিত করেছিল একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি, যা শুরু হয়েছিল 22 অক্টোবর, 1844-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে, এবং পরিশেষে 1856 সালে "সাত সময়"-এর আলোর কাছে পৌঁছেছিল। 1844 সালে দুই হাজার তিনশো বছরের আলোর মাধ্যমে একটি সূচনা চিহ্নিত হয়েছিল, যা নিয়ে গিয়েছিল সেই সমাপ্তির দিকে যা দুই হাজার পাঁচশো বেশি বছরের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। তবু, সূচনা ও সমাপ্তিতে লাওদিকীয় অন্ধত্ব দুটি দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক দেখতে অস্বীকার করে। 1863 এমন এক শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার সমাপ্তিকে উপস্থাপন করে যা সবসময় ঘটে যখন কোনো বার্তার মোহর খোলা হয়, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার মোহর খোলা হয়েছিল 22 অক্টোবর, 1844-এ।

১৮৪৪ সালে উন্মোচিত তৃতীয় স্বর্গদূতের আলোটি একক কোনো আলো ছিল না; এটিকেই সিস্টার হোয়াইট “তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলো” বলে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় স্বর্গদূতের এই অগ্রসরমান আলো ১৮৪৪ সালে শুরু হয়েছিল, এবং অনুগ্রহের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকে; কিন্তু যখন এটি প্রথম উপস্থিত হয়, এবং যখন এটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়, তখন তৃতীয় স্বর্গদূতের একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার পর্ব থাকে। শুরু ও শেষের সেই পরীক্ষার পর্বগুলি একই সঙ্গে এমন এক পরীক্ষার প্রক্রিয়াকেও নির্দেশ করে, যাকে দানিয়েল “জ্ঞান বৃদ্ধি” বলে উপস্থাপন করেছেন; সেটিই তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলো।

প্রারম্ভে পরীক্ষার প্রক্রিয়া ১৮৪৪ সালে শুরু হয়েছিল, এবং অগ্রসরমান আলো জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৮৫৬ সালে তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়। পরীক্ষা-পর্বের প্রারম্ভিক আলো ও সমাপ্তির আলো হলো দানিয়েল গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদের দুটি দর্শন, যা অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রথম দূতের পরীক্ষা-পর্ব ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ শুরু হয়েছিল এবং ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এ প্রথম হতাশায় সমাপ্ত হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় দূতের পরীক্ষা-পর্ব শুরু হয়েছিল এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত চলেছিল। তখন তৃতীয় দূত এসেছিল এবং তৃতীয় দূতের পরীক্ষা-পর্ব চলেছিল যতক্ষণ না ১৮৬৩ সালে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ তৃতীয় দূতের আলো প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মিলারাইট অ্যাডভেন্টিজমে তৃতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষার সময়কালটির একটি সূচনা ও একটি সমাপ্তি ছিল, এবং সেই সূচনা ও সমাপ্তি অবশ্যই একই বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, কারণ যীশু সবসময় কোনো বিষয়ের সমাপ্তিকে তার সূচনার দ্বারা চিত্রিত করেন। তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর সূচনা ছিল দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ পদের আবির্ভাবের ("mareh" দর্শন) আলো। তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর সমাপ্তি

ছিল ত্রয়োদশ পদের পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীকে পদদলিত করার ("chazon" দর্শন) আলো। এই দুই দর্শন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পরস্পর জড়িত।

> তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জুবিলির তুরীর ধ্বনি তুলবে; প্রায়শ্চিত্তের দিনে তোমরা তোমাদের সমগ্র দেশে তুরীর ধ্বনি তুলবে। লেবীয় পুস্তক ২৫:৯।

প্রায়শ্চিত্তের দিনে, অর্থাৎ ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, যে তূর্য ধ্বনিত হওয়ার কথা ছিল, তা ছিল জুবিলির তূর্য; এটি সাত বছরের পবিত্র চক্রকে নির্দেশ করে, যা মিলিয়ে দুই হাজার পাঁচশ বেশি দিন হয়। প্রভু প্রাচীন ইস্রায়েলকে সরাসরি প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের বিদ্রোহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। প্রভু আধুনিক ইস্রায়েলকেও সরাসরি প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহের কারণে তা ঘটেনি। তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর প্রতি যদি আধুনিক ইস্রায়েল আজ্ঞাবহ হতো, তবে তারা পৃথিবীকে সতর্ক করত এবং প্রভু একশ বছরেরও বেশি আগে ফিরে আসতেন।

ওটা ঘটার জন্য প্রভুকে মিলারাইটদের মধ্যে একটি রূপান্তর ঘটাতে হতো, এবং সেই রূপান্তরটিকেই শাস্ত্রে ঈশ্বরের রহস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদি অ্যাডভেন্টবাদ তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর অনুসরণ করত, তবে জুবিলির তূর্য শেষ পর্যন্ত বেজে চলত, কারণ সপ্তম তূর্য ধ্বনিত হওয়ার দিনগুলোতেই ঈশ্বরের রহস্য সম্পন্ন হয়। প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে, সেই তূর্য—যা জুবিলির তূর্য এবং একই সঙ্গে তৃতীয় 'হায়'-এর তূর্য—২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ বেজে উঠতে শুরু করে।

> আর আমি যে স্বর্গদূতকে সমুদ্রের উপর ও পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সে তার হাত স্বর্গের দিকে তুলল; এবং তিনি শপথ করলেন তার নামে, যিনি যুগানুগ যুগ ধরে জীবিত, যিনি স্বর্গ ও তাতে যা কিছু আছে, আর পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে, আর সমুদ্র ও তাতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন, যে আর সময় থাকবে না; কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরের দিনগুলোতে, যখন সে ধ্বনি করতে শুরু করবে, তখন ঈশ্বরের রহস্য সম্পন্ন হবে, যেমন তিনি তাঁর দাস নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৫–৭।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে পরীক্ষামূলক শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল—যা ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলো—তা দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ পদের আলো দিয়ে শুরু হয়ে, দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদের আলো দিয়ে শেষ হয়েছিল। এটি চতুর্দশ পদের উত্তরের মাধ্যমে শুরু হয়ে, ত্রয়োদশ পদের প্রশ্নের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

সেই ঊনিশ বছরকে প্রতীকায়িত করেছিল উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন, আক্ষরিক যিহূদার রাজা আহাজের কাছে ইশাইয়ার সতর্কবার্তার আগমন। সেই ঊনিশ বছরের সমাপ্তি ঘটে যখন উত্তরের রাজা ইসরায়েলকে দাসত্বে নিয়ে যায়। সেই ঊনিশ বছর ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন থেকে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত সময়কে প্রতীকায়িত করেছিল। তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর প্রতিনিধিত্ব করেছিল ইশাইয়ার বার্তা।

সেই অগ্রসরমান আলোর প্রত্যাখ্যান মিলারাইট আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটায়, এবং সেই পরীক্ষার সময়ে ফিলাদেলফীয় মিলারাইট আন্দোলন লাওদিকীয়া মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে শুরু হওয়া উনিশ বছর এবং ১৮৪৪ সালে শুরু হওয়া উনিশ বছর—উভয়ই শেষ কালে একটি পরীক্ষা ও শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে; অর্থাৎ তৃতীয় দূতের অগ্রসরমান আলোর চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়কাল।

সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হবে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হল তারা, যারা অপেক্ষা করে, ফিরে আসে এবং সিল করা হয়।

> সাক্ষ্যকে বেঁধে রাখ; আমার শিষ্যদের মধ্যে ব্যবস্থাটিকে সিলমোহর কর। আর আমি প্রভুর অপেক্ষা করব, যিনি যাকোবের গৃহ থেকে তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন, এবং আমি তাঁকে খুঁজব। দেখো, আমি এবং যেসব সন্তান প্রভু আমাকে দিয়েছেন, আমরা ইস্রায়েলে চিহ্ন ও আশ্চর্যের জন্য—সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছ থেকে—তিনি সিয়োন পর্বতে বাস করেন। ইশাইয়া ৮:১৬-১৮।

শেষ দিনগুলোতে তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর সমাপ্তির পরীক্ষাকাল, যেখান থেকে প্রারম্ভিক পরীক্ষাকাল শুরু হয়েছিল, সেখানেই শুরু হলো। এটি শুরু হয়েছিল যখন যিশু স্বর্গের দিকে তাঁর হাত উত্তোলন করে ঘোষণা করলেন, "যেন আর সময় না থাকে।" সেই ঘোষণা হয়েছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, যখন সপ্তম তূর্য সাতের পবিত্র চক্রের উপসংহারে জুবিলি ঘোষণা করেছিল। সাত বছরের চক্র, যা সাতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, তা আক্ষরিক অর্থে ঊনপঞ্চাশ বছর, অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচশ বিশ দিন ছিল।

১৯৮৯ সাল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনে "সমাপ্তির সময়"কে চিহ্নিত করে, এবং ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহে শুরু হওয়া ১২৬ বছরেরও সমাপ্তি চিহ্নিত করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন "সমাপ্তির সময়"-এ, "সাত সময়"-এর প্রতীকসহ শুরু হয়েছিল, কারণ ১২৬ হলো ১২৬০-এর দশমাংশ, যা আবার ২৫২০-এর অর্ধেক।

যীশু সর্বদা কোনো কিছুর সমাপ্তিকে কোনো কিছুর সূচনার সঙ্গে একত্রে উপস্থাপন করেন, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের সূচনা 'সাতবার'-এর একটি প্রতীককে চিহ্নিত হয়েছিল, যেমনটি আন্দোলনের শেষেও রয়েছে। সপ্তম স্বর্গদূতের শিঙ্গাধ্বনির দিনগুলো, যখন ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হয়, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর 'সাড়ে তিন' দিনের পরিসমাপ্তিতে শুরু হয়েছিল। সপ্তম শিঙ্গা, যা একই সঙ্গে তৃতীয় 'হায়', ৭ অক্টোবর, 2023-এ তার দ্বিতীয় ধ্বনি বেজে উঠেছিল, এবং ঈশ্বরের রহস্য এখন সমাপ্তির পথে, যেমন 'তিনি তাঁর দাস নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন'। এই একই আন্দোলনের সমাপ্তিও 'সাতবার' প্রতীককে চিহ্নিত, যেমন ছিল এর সূচনাও।

১৭৯৮ সালে 'সময়ের শেষে', উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের 'সাত বার' শেষ হয়েছিল; আর মিলারাইটদের আন্দোলনের শেষে, 'সাত বার'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যগুলোর প্রত্যাখ্যান ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহকে চিহ্নিত করেছিল। যীশু সর্বদা কোনো বিষয়ের শেষকে তার শুরুর মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন, এবং প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন (মিলারাইটরা) তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) উদাহরণস্বরূপ দেখায়। উভয় আন্দোলনই 'সাত বার' দিয়ে শুরু হয় এবং 'সাত বার' দিয়েই শেষ হয়। এগুলো বানিয়ে বলা যায় না।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> যারা দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন, তারা বিশ্বের স্বেচ্ছাভোগী, অপব্যয়ী নীতিগুলি গ্রহণ করবেন না, কারণ তাদের সে সামর্থ্য নেই; আর যদি থাকতও, খ্রিস্টসদৃশ নীতিমালা তা অনুমোদন করত না। বহুবিধ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। 'তিনি কাকে জ্ঞান শেখাবেন? এবং কাকে তিনি শিক্ষা বোঝাতে সক্ষম করবেন? যাদের দুধ ছাড়ানো হয়েছে, যাদের স্তন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ বিধান উপর বিধান, বিধান উপর বিধান; পঙ্ক্তি উপর পঙ্ক্তি, পঙ্ক্তি উপর পঙ্ক্তি; এখানে একটু, সেখানে একটু।' তাই ঈশ্বরের বাক্যে

বিশ্বাসী পিতামাতারা ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর বাক্য সন্তানদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং তা তাদের সামনে অবিরত রাখবেন। ‘কারণ তোতলানো ঠোঁট ও অন্য ভাষায় তিনি এই জাতির সঙ্গে কথা বলবেন। যাদের তিনি বলেছিলেন, এটাই সেই বিশ্রাম, যার দ্বারা তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম দিতে পার; এবং এটাই সেই সতেজতা; তবু তারা শুনল না। কিন্তু তাদের কাছে প্রভুর বাক্য ছিল—বিধান উপর বিধান, বিধান উপর বিধান; পঙ্ক্তি উপর পঙ্ক্তি, পঙ্ক্তি উপর পঙ্ক্তি; এখানে একটু, সেখানে একটু—যেন তারা যায়, এবং উল্টে পড়ে, ভেঙে যায়, ফাঁদে পড়ে, এবং বন্দী হয়।’ কেন?—কারণ তাদের কাছে যে প্রভুর বাক্য এসেছিল, তারা তা কর্ণপাত করেনি।

এর অর্থ সেইসব মানুষ, যারা নির্দেশনা গ্রহণ করেনি, বরং নিজেদের জ্ঞানকেই লালন করছে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী নিজেরাই কাজ করার পথ বেছে নিয়েছে। প্রভু এদের পরীক্ষা দেন—তারা যেন হয় তাঁর পরামর্শ মেনে চলার পক্ষে দাঁড়ায়, নয়তো তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের মতেই কাজ করে; আর তখন প্রভু তাদের নিশ্চিত পরিণতির হাতে ছেড়ে দেবেন। আমাদের সব পথে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সব সেবায়, তিনি আমাদের বলেন, 'তোমার হৃদয় আমাকে দাও।' ঈশ্বর চান সমর্পিত, শিক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত মন। প্রার্থনাকে যে বিষয়টি উৎকর্ষ দেয়, তা হলো—এটি এক প্রেমময়, অনুগত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়।

"ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে কিছু বিষয় দাবি করেন; তারা যদি বলে, ‘আমি এই কাজটি করতে আমার হৃদয় সমর্পণ করব না,’ তাহলে প্রভু তাঁদের স্বর্গীয় জ্ঞান ছাড়া তাঁদের নিজেদের অনুমিত জ্ঞানী বিচারে চলতে দেন, যতক্ষণ না এই শাস্ত্রবাণী [Isaiah 28:13] পূর্ণ হয়। তুমি যেন এ কথা না বলো, ‘আমি আমার বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রভুর দিশা অনুসরণ করব; তারপর আমি নিজের ধারণাগুলো আঁকড়ে ধরে প্রভুর সদৃশে গঠিত হতে অস্বীকার করব।’ প্রশ্নটি যেন করা হয়, ‘এটি কি প্রভুর ইচ্ছা?’—এভাবে নয়, ‘এটি কি অমুকের মতামত বা বিচার?’ Testimonies to Ministers, 419."